তারা মনে করে রমাদান কষ্টের মাস। কারণ রামাদানের সালাত, সিয়াম ইত্যাদি ইবাদাতগুলো তাদের নিকট কষ্টকর। এই জাহেলদের অধিকাংশই কেবল রমাদানে সালাত পড়ে, অন্য সময় পড়ে না। এবং তাদের মধ্যে অনেকেই কেবল রমাদান মাসে কবীরা গুনাহ পরিহার করে। ফলে এ মাস তাদের জন্য খুব কঠিন হয়ে ওঠে এবং তারা তাদের অভ্যস্ত পাপগুলো থেকে বিরত থাকতে কষ্ট পায়। তারা দিন গুনতে থাকে, রাত্রি গুনতে থাকে, যেন রমজান শেষ হলে তারা আবার পাপে ফিরে যেতে পারে। এই ধরনের লোকেরা তাদের পাপের প্রতি দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকে, তারা জানে যে তারা ভুল করছে। কাজেই, তারা ধ্বংসের পথে রয়েছে। আর কিছু লোক এমন যে, রমাদান মাসেও কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ধৈর্যটুকুও তাদের নেই। এই মাসেও তারা পাপাচারে লিপ্ত থাকে...

এভাবে আল্লাহ যার কল্যাণ চান তার অন্তরে ঈমানের ভালোবাসা তৈরী করে দেন, ঈমান হয়ে যায় তার কাছে সবচেয়ে সুশোভিত জিনিস, আর কুফর, পাপাচার ও অবাধ্যতা হয়ে যায় সবচেয়ে ঘৃণিত বস্তু। ফলে সে হেদায়েতপ্রাপ্তদের কাতারে শামিল হয়। অন্যদিকে আল্লাহ যার অকল্যাণ চান তাকে তিনি নিজের হালে ছেড়ে দেন, ফলে শয়তান তার পিছনে লেগে যায় আর কুফর, পাপাচার ও অবাধ্যতা তার কাছে প্রিয় মনে হয়। এভাবে তার স্থান হয় পথভ্রষ্টদের কাতারে।

সাবধান! পাপাচার থেকে সাবধান! এই পাপ কত নিয়ামত কেড়ে নিয়েছে? কত আজাব নিয়ে এসেছে? কত জনপদ ধ্বংস হয়েছে শুধু এই পাপের কারণে! কত মানুষ ঘর ছাড়া হয়েছে! কত পাপাচার করুণ পরিণতি ভোগ করেছে তার পাপের জন্য! কোথায় সে আহম্মকের দল, তারা কি ঐ সমস্ত লোকদের পাশে দাড়াতে পারবে -যাদের পুরো জীবনটাই ছিলো রমাদানময়? রাতে কিয়ামুল-লাইল করা আর আর দিনে সিয়াম রাখা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো।

জনৈক সালাফ একটি দাসী বিক্রি করলো। অতঃপর যখন রমাদান মাস আসল, সে দেখল তারা রমাদানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং খাবারদাবার প্রস্তুত করছে। এ সম্পর্কে তাদের কাছে জানতে চাইলে তারা বললো, "আমরা রমাদানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।" তখন সে বলল, "তাহলে কি তোমরা কেবল রমজান মাসে সিয়াম রাখো? আমি এমন লোকদের সাথে ছিলাম, যাদের সারা বছর রমাদানের মতোই কাটতো; তোমরা আমাকে তাদের নিকট ফিরিয়ে দাও।"

একইভাবে হাসান ইবন সালেহ একটি দাসী বিক্রি করেছিলেন। মধ্যরাতে সে দাসী উঠে সবাইকে ডাকাডাকি শুরু করলো, "হে বাসিন্দারা, সালাত, সালাত!" তারা বলল, "ফজর কি হয়ে গেছে?" সে বলল, "তাহলে তোমরা কি কেবল ফরয নামাজই পড়ো?" পরে হাসান ইবন সালেহর কাছে গিয়ে দাসী বলল, "তুমি আমাকে এমন মন্দ লোকদের কাছে বিক্রি করেছো, যারা কেবল ফরয নামাজই পড়ে, আমাকে ফেরত নাও, আমাকে ফেরত নাও।" জনৈক সালাফ বলেন: দুনিয়ার জীবনটাকে তুমি রমাদান বানিয়ে নাও, তাহলে মৃত্যু হবে তোমার ঈদ। হ্যাঁ, দুনিয়ার পুরো জীবনটাই মুত্তাকীদের জন্য সিয়াম সাধনার মাস। কেননা সিয়াম অর্থ বিরত থাকা, আর তারা হারাম কামনা-বাসনা থেকে সারা জীবন বিরত থাকে। মৃত্যু যেদিন আসে সেদিন তাদের সিয়াম শেষ হয় এবং ঈদুল ফিতরের নতুন চাঁদ দেখতে পায়

সুতরাং ইহকালে যে কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকার সিয়াম পালন করবে, মৃত্যুর পর সে ইফতারের নিয়ামত ভোগ করতে পারবে। পক্ষান্তরে যে মৃত্যুর আগেই হারাম জিনিসের স্বাদ পেতে চাইবে সে আখেরাতের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে। এর দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী:

{ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا } الآية [الأحقاف : ٢٠] .

"তোমরাতো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভোগ ভোগ করে নিঃশেষ করেছ" [সূরা আহকাফ: ২০],

এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস:

(من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) .

"যে লোক পৃথিবীতে মদ পান করবে, পরকালে সে তা পান করতে পারবে না। এবং যে লোক ইহকালে রেশম জাতীয় বস্ত্র পরে, আখিরাতে সে তা পরিধান করতে পারবে না।"

নবী ﷺ সাহাবীগণকে রামাদান উপলক্ষে শুভেচ্ছা বার্তা দিতেন। ইমাম আহমাদ ও নাসাঈ আবু হুরাইরা রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন: নবী ﷺ সাহাবীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলতেন:

(قد جاءكم شهر رمضان ، شهر مبارك ، كتب الله عليكم صيامه ، تفتح فيه أبواب الجنة ، وتغلق فيه أبواب الجحيم ، وتغلّ فيه الشياطين ، فيه ليلة خير من ألف شهر ، من حرم خيرها فقد حرم)

"তোমাদের নিকট রমযান উপস্থিত হয়েছে, যা একটি বরকতময় মাস। তোমাদের উপরে আল্লাহ তা'আলা অত্র মাসের সিয়াম ফরয করেছেন। এ মাস আগমনে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়, আর আল্লাহর অবাধ্য শয়তানদের গলায় লোহার বেড়ী পরানো হয়। এ মাসে একটি রাত রয়েছে যা এক হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে ব্যক্তি সে রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো সে প্রকৃত বঞ্চিত রয়ে গেল।" আলেমগণ বলেন: এ হাদিসটি রমাদানে পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময়ের দলীল। জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়ার সংবাদ মুমিনের জন্য কতই না আনন্দের! জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার সংবাদটি একজন গুনাহগারের জন্য কতোই না আনন্দের! শয়তানকে শিকলবন্দী করার মুহূর্তটি একজন বুদ্ধিমানের জন্য কতই না আনন্দের! বস্তুত রমাদানের সাথে অন্য কোন মাসের তুলনা হয় না।

মু'য়াল্লা বিন ফযল বলেন: তারা ছয় মাস আল্লাহর কাছে দোয়া করত যেন তারা রমাদান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, তারপর ছয় মাস দোয়া করত, যেন আল্লাহ তাদের (রমাদানের) আমল কবুল করেন। ইয়াহিয়া ইবনু আবী কাসীর বলেন: তাদের দুআ ছিল: "ইয়া আল্লাহ, আমাকে রমাদানে পৌঁছে দাও, আমাকে রমাদানে নিরাপদ রাখো, এবং আমার কাছ থেকে রমাদানের আমল কবুল করো।" কাজেই, রমাদান মাস পাওয়া এবং তাতে সিয়াম-সাধনা করতে পারা আল্লাহর মহান এক নিয়ামত। ঐ হাদিসটি এর প্রমাণ বহন করে -যেখানে তিনজন লোকের কথা বলা হয়েছে, তাদের দুইজন শহীদ হন আর তৃতীয়জন পরবর্তীতে বিছানায় মৃত্যু বরণ করেন। অতপর স্বপ্নযোগে দেখা যায় তৃতীয় ব্যক্তি মর্যাদায় তাদের আগে অবস্থান করছেন। নবী ﷺ বললেন:

« أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة ، وأدرك رمضان فصامه ، فو الذي نفسي بيده ، إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض »

"সে কি তাদের পর আরো এত এত সালাত পড়েনি, সে কি তাদের চেয়ে বেশি রমাদানের সিয়াম রাখেনি? সে সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, তাদের মধ্যে পার্থক্য আসমান ও যমিনের চেয়ে বেশি।" হাদিসটি ইমাম আহমদ এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

কাজেই, রমাদানে যে রহমত লাভে ধন্য হয় সে-ই মারহুম (বা রহমতপ্রাপ্ত), আর যে রমাদানে রহমত থেকে বঞ্চিত হয়, সে-ই প্রকৃত মাহরুম (বা বঞ্চিত, হতভাগা); যে রমাদান পেয়েও পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করলো না সেই মালুম (নিন্দিত ও তিরস্কৃত)। রমাদান পেয়েও পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করলো না সেই মালুম (নিন্দিত ও তিরস্কৃত)। হে দীর্ঘকালব্যাপী আমাদের সাথে বিচ্ছেদকারী! সুসম্পর্ক গড়ার দিন চলে এসেছে। হে দীর্ঘ ক্ষতির সম্মুখীন হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তি! লাভজনক ব্যবসার সময় এসেছে। যদি এই মাসে কেউ লুফে না নেয়, আর কখন সে লাভ করবে? যে ব্যক্তি এই মাসে তার মালিকের নৈকট্য হাসিলে ব্যর্থ হবে, সে কি কখনো রবের কাছে পৌঁছাতে পারবে? কতবার "হাইয়া আলাল ফালাহ" (সাফল্যের দিকে আসুন) বলা হয়েছে, অথচ আপনি বিমুখ? কতবার সংশোধনের জন্য আহ্বান করা হয়েছে, কিন্তু আপনি অশ্লীলতাই বেছে নিলেন? কত মানুষ ছিলেন যারা এই মাসে সফলতার আশা করেছিলেন, কিন্তু রমাদান আসার পূর্বেই তারা অন্ধকার কবরে চলে গেছেন। কতজন আজ বেচে থাকতে চেয়েছিলেন কিন্তু বেঁচে নেই। হয়তো অনেকে আগামীকাল বাঁচতে চাইবেন কিন্তু পাবেন না। যদি আপনি মৃত্যুর হাকীকত বুঝতে পারতেন, তবে আগামীকালের আশা থেকে বিরত থাকতেন।

উমর ইবনু আব্দুল আজিজ (রহ.) তার শেষ খুতবায় বলেছিলেন: "আপনাদের অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। আর না নিরর্থক ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আপনাদের জন্য প্রতিশ্রুত কাল রয়েছে। যেদিন আল্লাহ আপনার সকল কাজের হিসাব নেবেন। যে আল্লাহর বিস্তৃত রহমত থেকে দূরে চলে যাবে, সে নিশ্চিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এবং আসমান জমিনের চেয়েও প্রশস্ত জান্নাত হারাবে।

দেখুন, আজ মৃতদের পোশাক-আশাক আপনাদের দেহে শোভা পাচ্ছে? একইভাবে আপনারাও মৃত্যু বরণ করবে আর আপনাদের সম্পদগুলো জীবিতরা উত্তরাধিকার পাবে। এভাবে দুনিয়ার সম্পদ হাতবদল হতে হতে সেই সত্তার কাছে পৌঁছে যাবে, যিনি সকল সৃষ্টির একচ্ছত্র অধিপতি।

দেখুন, প্রতিদিন কেউ না কেউ দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে। সময় ফুরিয়ে গেলে আর থাকার সুযোগ নেই, যেতেই হবে। আপনারাও তাকে চির বিদায় জানাবেন;

কোন বিছানা-বালিশ ছাড়া মাটির নিচে রেখে চলে আসবেন। নেই কোন উপায় উপকরণ! শূণ্য হাত! নেই কোন আপন জন! মাটিই তার বাসস্থান! হিসাবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে! রেখে যাওয়া সম্পত্তির হিসেবে ধনী, কিন্তু আমলনামার হিসেবে হতদরিদ্র!

অতএব হে আল্লাহর বান্দাগণ, হায়াত ফুরিয়ে যাবার আগেই তাকওয়ার পথ ধরুন। আমি আপনাদেরকে এই উপদেশ দিচ্ছি; যদিও আমি মনে করি, আপনাদের মাঝে আমিই সবচেয়ে বেশি গুনাহগার। তবে আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই এবং তাওবাহ করি।" একথা বলে তিনি তার চাদরের কোনা টেনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং মিম্বার থেকে নেমে যান। এটাই ছিলো তার শেষ খুতবা। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আর মিম্বারে উঠেননি।

[লাতাঈফুল মাআ'রিফ]
ইবনে রজম হাম্বলি রহিমাহুল্লাহ